হারিয়ে যাওয়া ঢাকার খোঁজে

মুনতাসীর মামুন

জার্নিম্যান
বুক্স

উৎসর্গ

প্রায় ৫০ বছর আগে কৈশোরে ও যৌবনে
হারিয়ে যাওয়া ঢাকার খোঁজে
একসঙ্গে ঘুরে বেড়িয়েছি,
পথে প্রান্তরে, অলিগলিতে, গ্রন্থাগারে
আমি আর আমার বন্ধু আলী ইমাম
সে ঢাকাও এখন আর নেই
সেই খোঁজার আনন্দের সঙ্গী
আলী ইমাম-কে
শিশু-কিশোরদের জন্য
যার লেখনী এখনও সচল

সূচি

অধ্যায়	১	ঢাকা	৯
অধ্যায়	২	অবয়ব	২৩
অধ্যায়	৩	স্থাপত্য	৭১
অধ্যায়	৪	জনস্বাস্থ্য	৭৫
অধ্যায়	৫	অর্থনীতি	৮১
অধ্যায়	৬	সমাজ	৮৯
অধ্যায়	৭	শিক্ষা	১০৫
অধ্যায়	৮	সংস্কৃতি	১১৩
অধ্যায়	৯	বিনোদন	১৩৯
অধ্যায়	১০	খাবার-দাবার	১৪৭
অধ্যায়	১১	বিবিধ	১৫৭
রচনাকার পরিচিতি			১৬৭

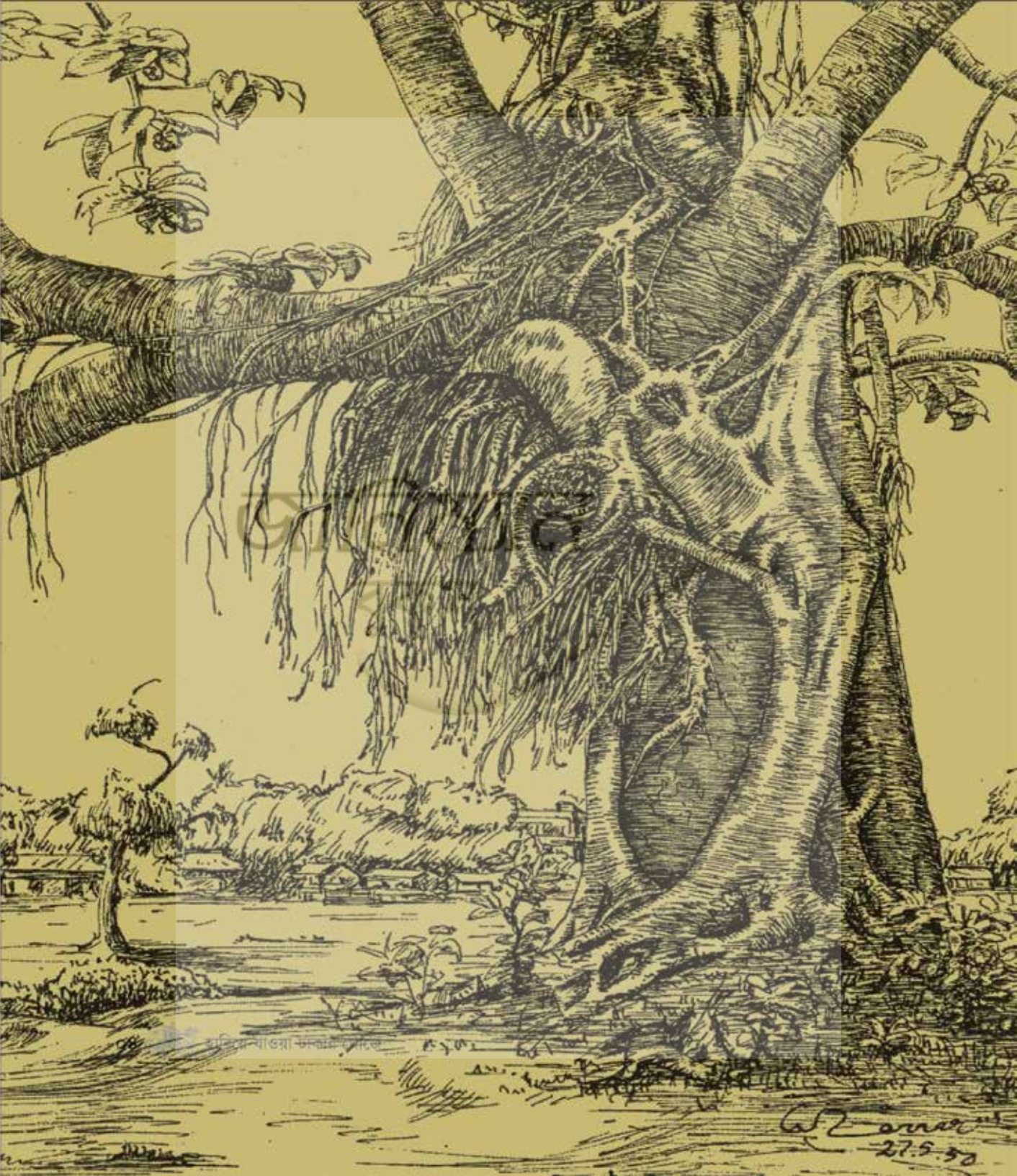

ভূ মি কা

কবি তারিক সুজাত একবার বিদেশ থেকে ফিরে জানালেন, তিনি আমার কাছে ঢাকা সম্পর্কিত অন্য ধরনের একটি বই চান। কী ধরনের বই? জানতে চাই। তিনি জানালেন, ইউরোপের বিভিন্ন শহরের ওপর ছোট বই বেরিয়েছে, পকেট সাইজ। যেমন, লন্ডন। কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী বা পর্যটকরা কয়েক লাইনে কীভাবে শহরকে বিবৃত করেছেন তার সংকলন। উদ্ধৃতির সংকলন। বললাম, ঠিক আছে।

কাজে হাত দিয়ে দেখলাম, আসলে সব ঠিক নেই। অভিন্ন বাংলায় ঢাকা পুরনো শহর বটে কিন্তু 'পৃথিবীর এক প্রান্তে' হওয়ায় তার প্রতি কারো তেমন আগ্রহ ছিল না যে ঢাকাকে বিভিন্নভাবে বর্ণনা করবে। তাই এ বইটি অন্যরকম করতে হলো। ঢাকা নিয়ে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বিষয়ে কে কী বলেছেন তার সংকলন। সংকলন শেষ হতে দেখলাম, না একেবারে বেঠিক হয়নি। ঢাকা যারা ভালোবাসেন তারা ঢাকার ১১টি বিষয় নিয়ে কখন কে কী বলেছেন তার রেডি রেফারেন্স পাবেন। শুধু তাই নয়, গত ৪০০ বছরের ইতিহাসের একটা রূপরেখাও পাওয়া যাবে। এই ১১টি অধ্যায় হলো ঢাকা, অবয়ব, স্থাপত্য, জনস্বাস্থ্য, অর্থনীতি, সমাজ, শিক্ষা, সংস্কৃতি, বিনোদন, খাবার-দাবার ও বিবিধ।

বইটি শেষ হওয়ার পর মনে হলো এর নাম দিই *হারিয়ে যাওয়ার ঢাকার খোঁজে*। বলা যেতে পারে *'হারিয়ে যাওয়া ঢাকা'* সিরিজের এটি সর্বশেষ বই। এর আগে বেরিয়েছে– *ঢাকার হারিয়ে যাওয়া ছবির খোঁজে*, *ঢাকার হারিয়ে যাওয়া বইয়ের খোঁজে*, *ঢাকার হারিয়ে যাওয়া কামান*।

এখন বইয়ের প্রুফ দেখার সময় মনে হচ্ছে। আরে সেই ঢাকা দূরের কথা, আমি যেই ঢাকা দেখেছি সে ঢাকা-ই তো আর এখন নেই। থাকা সম্ভবও নয়। সেটি আমরা জানি। কিন্তু সেই ঢাকার আলাদা একটা রূপ ছিল, গন্ধ ছিল, মায়া ছিল। সেই ঢাকায় অনেক কিছু আবার ছিল না। তারপরও সেই ঢাকা নিয়ে আমরা সন্তুষ্ট ছিলাম, গর্ব করতাম। সেই ঢাকায় বন্ধুত্ব ছিল, ভালোবাসা ছিল, বন্ধন ছিল। এই ঢাকায় অনেক কিছু আছে কিন্তু ঘাটতি পড়েছে ঐ ভালোবাসার। ঐ মোহও আর নেই। মানুষ ক্রমেই হয়ে উঠছে বিশ্ব নাগরিক। তা ছাড়া ঢাকার সব দ্রষ্টব্য, সবুজ, নদী সবইতো ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। অতীত বর্তমানে না থাকলে, ভালোবাসা গড়ে ওঠে না, বন্ধনের সৃষ্টি হয় না, শেকড় দৃঢ় হয় না, ভবিষ্যতের স্বপ্ন বিবর্ণ হয়ে যায়।

পৃথিবীর সব দেশের সব শহরই বদলেছে। গত শতকের আশির দশকে লন্ডন যেমন দেখেছি, এখন তো তা নেই। কিন্তু সেই পুরনো বইয়ের দোকান, সোহোর বন্য ভাবতো আর নেই। আরো ছোট ছোট অনেক আকর্ষণ হারিয়ে গেছে। কিন্তু অনেক কিছু আবার শত বছর ধরে রেখে দেয়া হয়েছে। সেগুলির টানেই সবাই যায়।

ঢাকার মতো চারপাশে নদী বেষ্টিত শহর পৃথিবীর খুব কম দেশেই আছে। তার ছিল অজস্র ক্যানাল। ঢাকার বৈশিষ্ট্যই ছিল তা। আমরা ক্যানালগুলি মাটি ভর্তি করে দখল করেছি।

নদীগুলি নর্দমা বানিয়েছি। এ কাজগুলি সরকার ও জনগণ মিলে এক সঙ্গে করেছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সামনে সেই অপূর্ব বোগেনভিলিয়াতো আজকের প্রজন্ম দেখেনি বা মেডিকেলের সামনে শিরিষ গাছের সারি। কতদিন বিকেলে গেছি সেই আলো করা বোগেনভিলিয়া দেখতে। এক লে. জেনারেল জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় এসে প্রথমেই সে একশ বছরের পুরনো বোগেনভিলিয়াটা কেটে ফেললেন। এক মুহূর্তে ইতিহাসের একটি পাতা নষ্ট হয়ে গেল।

গত চার দশক বড় কাটরা ছোট কাটরা সংরক্ষণ করার জন্য কতো আবেদন নিবেদন করলাম, কেউ শুনল না। আজ সেগুলি ধ্বংস করে ফেলা হয়েছে। প্রত্নতত্ত্ব দফতর যেখানে লালবাগ কেল্লার দেয়াল ভেঙে ফেলে গাড়ি পার্কিংয়ের জন্য তখন আর কী বলা যায়? মূর্খতার বিরুদ্ধে আর কতো লড়াই করা যায়?

আজ ঢাকার নদীগুলি যদি নর্দমা না হতো, ঢাকার সেই বৃক্ষরাজি যদি মূর্খ শাসকদের হাতে কর্তিত না হতো, প্রত্নসম্পদগুলি যদি সংরক্ষিত হতো, ঢাকা আজ সজীব ও বাসযোগ্য শহরে পরিণত হতো। আমরা এ শহরে পর্যটক আশা করি কেন? পাশ্চাত্যে এমনকী প্রাচ্যের অধিকাংশ দেশে/শহরে এমন কী নেই যা দেখার জন্য মানুষ ঢাকায় আসবে, স্কাইস্ক্রাপার দেখতে হলে মানুষ সাংহাই বা বেইজিং যাবে বা দুবাই, প্রত্নসম্পদ দেখতে হলে ভারত বা চীন। এ বিষয়গুলি আমরা ভেবে দেখি না।

আমি এ শহর নিয়ে কাজ করছি দীর্ঘদিন। কিন্তু দেখেছি এ শহরের ইতিহাস নিয়ে কাজ করা খুব দুরূহ। উপাদানের দারুণ অভাব। তবুও চেষ্টা করছি। ঢাকাকে, কে কীভাবে দেখেছেন সে বর্ণনা দিয়ে এই গ্রন্থ সংকলন করেছি। বিভিন্ন বিষয়ে কে কী বলে গেছেন তা দিয়েই একেকটি অধ্যায় সাজিয়েছি এবং দেখছি, ফলাফলটা খুব খারাপ নয়। এই উদ্ধৃতিগুলির মাধ্যমে সেই ঢাকার চিত্র ফুটে উঠেছে যা কৌতূহলোদ্দীপক। এই বইয়ে দুটি ক্ষেত্র বেছে নিয়েছি– এক. ঢাকা অর্থাৎ ঢাকা শহর সম্পর্কে সামগ্রিক ধারণা, দুই. সংস্কৃতি। প্রথমে বিষয় সম্পর্কে উদ্ধৃতি/মতামত, তারপর সময় এবং সবশেষে লেখকের নাম। শেষে যাদের লেখা উদ্ধৃত করেছি তাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেয়া হয়েছে।

এই গ্রন্থ সাজাবার ব্যাপারে জার্নিম্যান-এ তিনজন কর্মী মোস্তাফিজুর রহমান, আক্তার হোসেন এবং নুরুজ্জামান নির্যাস যথেষ্ট পরিশ্রম করেছেন। বইয়ে অবারিতভাবে ব্যবহৃত হয়েছে শিল্পী আব্দুর রাজ্জাক, হাশেম খান ও রফিকুন নবীর ঢাকা বিষয়ক স্কেচ। তারিক সুজাত-কে আর কী বলে ধন্যবাদ জানাব।

আমার বন্ধু আলী ইমামের সঙ্গে আমি ঢাকার অলিগলিতে এক সময় বহু ঘুরেছি। সেই স্মৃতির স্মরণে বইটি তাকেই উৎসর্গ করলাম।

ঢাকা
২৪ মে ২০১৬

মুনতাসীর মামুন

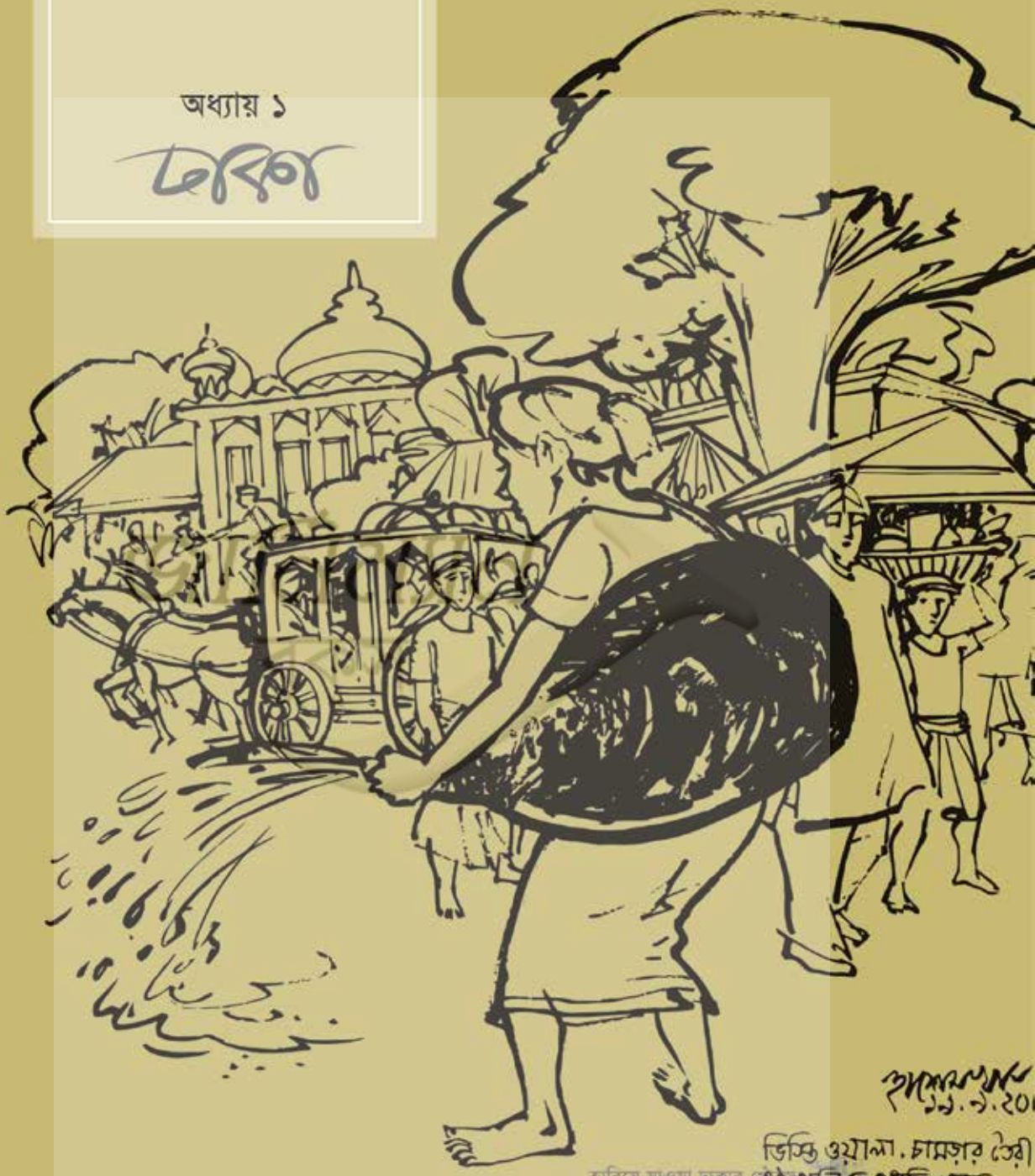

অধ্যায় ১

ঢাকা

হারিয়ে যাওয়া ঢাকার

ঢাকা শহর, আবদুর রাজ্জাক ১৯৫০-এর দশক

বাংলার প্রধান শহর ঢাকা। বুড়িগঙ্গার তীরে অবস্থিত শহরটি আয়তন দেড় লিগের মতো। একদিকে মনেশ্বর, অন্যদিকে নারিন্দা, আরেকদিকে ফুলবাড়িয়া, এসব শহরতলিতে বসবাস করে খৃস্টানরা।

১৬৪০
সেবাস্টিয়ান মানরিক

ঢাকার ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পদ তুলনাহীন। ক্ষত্রি [মহাজন]দের বাড়িতে যে পরিমাণ টাকা থাকে তা গুণে শেষ করা যায় না দেখে ওজন করা হয়। এর লোকসংখ্যা দু'লক্ষ, আর কতো জায়গা থেকে যে পর্যটক আসে। এর অসংখ্য বাজারে পাওয়া যায় না এমন জিনিস নেই। আর জিনিসের দাম? প্রায় এক রূপোর রিয়েল [চার আনা] দিয়ে কেনা যায় ২০টি কবুতর অথবা বড় আকারের একটি বন্য কবুতর। পানের থেকে প্রতিদিন শুল্ক পাওয়া যায় চার হাজার রূপি।

১৬৪০
সেবাস্টিয়ান মানরিক

বাংলার মেট্রোপলিটন ঢাকা। খুব বড় না হলেও এর অধিবাসী অনেক। অধিকাংশ বাড়ি খড়ের। ওলন্দাজ ও ইংরেজদের দুএকটি কুঠি আছে।

১৬৬৩
নিকোলাই মানুচ্চি

বর্ষায় নদী তীরে অট্টালিকা শোভিত ঢাকা নগরীকে ভেনিসের মতো জলোত্থিত নগরী বলে মনে হতো। ... অধিকাংশ দেশীয় শহরগুলির মতো এ শহরটিতে ইষ্টক নির্মিত দালান কোঠার পাশাপাশি কুঁড়েঘর, সংকীর্ণ আঁকাবাঁকা রাস্তা ও গলিপথ নিয়ে অনিয়মিতভাবে গড়ে উঠেছে, ... শহরের আর্মেনীয় ও গ্রিক বসতি এলাকায় বেশ কয়েকটি বড় বড় ইটৈল তৈরি ঘরবাড়ি আছে, কিন্তু এর অধিকাংশ যাচ্ছে ধ্বংস হয়ে। ... জমির দাম সবচেয়ে বেশি শাঁখারি বাজার ও তাঁতিবাজারে।

১৮৩৮
জেমস টেইলর

ঢাকা দেখিয়া কিছুমাত্র সুখী হইতে পারি নাই, দেখিবার বড় কিছুই ছিল না। রাস্তাগুলি অতিশয় সঙ্কীর্ণ এবং এত সেঁতসেঁতে ও দুর্গন্ধময় যে, দুটি দিন মাত্র থাকিতে আমার কষ্টবোধ হইয়াছিল। শ্রীমতী বুড়িগঙ্গা দেবীকে দেখিয়া আমার হাসি পাইয়াছিল। পূর্ববঙ্গবাসী গামলায় করিয়া পার হয় বলিয়া দীনবন্ধু যে বিদ্রূপ করিয়াছিলেন, তাহার অর্থ পূর্বে বুঝিতে পারি নাই। তখন বসন্তকাল, শ্রীমতীর কলেবর এত সঙ্কীর্ণ যে, তখন তাহাকে অতিক্রম করিবার জন্য গামলারও প্রয়োজন ছিল না।

১৯ *শতকের দ্বিতীয়ার্ধ*
নবীনচন্দ্র সেন

ঢাকা পূর্ব রাজধানীর স্মৃতি হৃদয়ে ধারণ করিয়া সর্বত্র সম্মানিতা এবং ভদ্রস্থান। এত শিক্ষিত ও সুসম্পন্ন লোক পূর্ববঙ্গের অন্য কোনও নগরে নাই।

১৯ *শতকের দ্বিতীয়ার্ধ*
নবীনচন্দ্র সেন